IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

Rabindranather 'Manasi' Kabye Premchetanar Rup o Rupantar

Dr.Sarmistha Acharyya
Assistant Professor,
Department of Bengali,
Sindri College,Sindri,
Dhanbad,Jharkhand,India

Abstract: In the poetry of 'Manasi' by Rabindranath Tagore, the conflict between love and nature are concentrated, the longing of separation, the longing of impossible separation has got a special level in some romantic poems. Such poems are dedicated to the eternal lover. Even then he could not come to a complete conclusion about the relationship between body and soul. Redolent narcissistic mind reminiscences, long breaths, pain-laden feelings of dissatisfaction are rendered in vivid colours on the canvas of 'Manasi'. In the main article there will be an attempt to focus on the various transformations of love consciousness in the poem of 'Manasi'.

Index words: discord,psychotic, narcissistic,canvas,Manasi.

মূল প্রবন্ধ: সময়টা ১২৯৭ বঙ্গাব্দ। কবিগুরুর তখন পূর্ণ যৌবন। বয়স ঊনত্রিশ বছর। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১২৮৮)''প্রভাত সঙ্গীত' (১২৯০)'ছবি ও গান' (১২৯০)'কড়ি ও কোমল' (১২৯৩) ও অতঃপর 'মানসী' (১২৯৭) কাব্য। 'মানসী' কাব্যে একদিকে দুটি কাব্যরীতির মিলন ঘটেছে, অন্যদিকে ভাবেরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কাব্যের নামকরণ থেকে বোঝা যায়, কোন এক মানসলোকবাসিনীর উদ্দেশ্যে এই কবিতাগুলি তিনি নিবেদন করেছেন। এই মানসলোক সঞ্চারিনি নারীটি দূরবর্তিনী। কবির সকল জ্ঞান, সকল ভালোবাসা তারই দিকে যেন ধাবিত হয়েছে 'মানসী' কাব্যের পাতায় পাতায়।

'মানসী'র অধিকাংশ কবিতায় প্রেমের রাজসিংহাসন পাতা হয়েছে। কবি তাঁর এই যৌবনের পূর্ণ কাব্যটিতে প্রেমের নানারূপকে নানারঙে, নানা রক্তরাগে রঞ্জিত করে ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে মানতেন, মানসীর ভালোবাসার অংশটুকুই কাব্য কথা, বড় রকমের সুন্দর রকমের খেলা মাত্র। ওর আসল সত্য কথাটুকু হচ্ছে এই যে, মানুষ কি চায়, তা কিছু জানে না। এই বড় ও সুন্দর রকমের খেলা, যার নাম প্রেম, তাঁর 'মানসী' কাব্যের প্রেরণা ভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'মানসী' নামকরণটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, মানস প্রেমিকার উদ্দেশ্যে এই ধরণের কবিতাগুলি নিবেদিত। প্রেমের নানা বিচিত্রতার প্রকাশ 'মানসী' কাব্যকে কবি বারেবারেই ছন্দ বন্ধনে ধরেছেন। এক ধরনের প্রেমের কবিতা রয়েছে, যা কোন সুদূরবাসিনী বা লোকন্তরিতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কেউ যেন চিরবিরহের দেশে বিচ্ছিন্না। কবি সেই আর্তি থেকে বলেন---

> "কে দিয়েছে হেন শাপ কেন ব্যবধান/ কেন উর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রূদ্ধ মনোরথ/কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পদ/ সশরীরে কোন নর গেছে সেই খানে/ মানস সরশী তীরে বিরহ শয়ানে/ রবীহীন মনিদীপ্ত প্রদষের দেশে/ জগতের গিরি নদী সকলের শেষে।। "

এই বিরহের আর্তি, অসম্ভব বিচ্ছেদের আকুলতা এক ধরণের প্রেমের কবিতার কেন্দ্রিয় বিষয় 'মানসী' কাব্যের। আবার 'নিষ্ফল কামনা'-য় রবীন্দ্রনাথের অখণ্ড সৌন্দর্য চেতনা ও নিষ্কাম প্রেমানুভূতির জয় ঘোষণা করেছেন---

> "এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই রচি শুধু অসীমের সীমা/আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে/গড়ি তুলি,মানসী প্রতিমা। "

একটি স্মৃতি ভারাতুর নষ্টালজিক মন, একটি অতীত কাতর হৃদয়- বহু কবিতায় তার হাহাকার, তার স্মৃতিচারণা, আর দীর্ঘনিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে---

"ব্যাথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে/পড়ে না মনে। /দূর থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে/ নাই স্মরণে। /শুধু মনে পড়ে হাসি মুখখানি/লাজে বাধো বাধো সোহাগের বাণি/মনে পড়ে সেই হৃদয় উছাস/নয়ন কুলে। "

এই মনে পড়া, এই অতীতচারিতা, এই স্মৃতিকাতরতা 'মানসী' কাব্যে বহু প্রেম কবিতার মূল বিষয়বস্তু---

"আমার শখ ছিল সব নিল আপনার/হরিল আমাদের আকাশের আলো সে,/সহসা এই জগৎ ছায়াবৎ হয়ে যায়। / তাহারি চরণের স্মরণের লালসে। "

যে চলে গিয়েছে চিরদিরে মত, যে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে প্রাণের সব আলো, যে ছায়াবৎ হয়ে গিয়েছে আজ তার উদ্দেশ্যে এই স্মৃতিকাতর পংক্তিগুলি নিবেদন করেছেন কবি।

প্রেমের মধ্যে রয়েছে একটি অন্বেষণের আকুতি। চির অসমাধিত প্রশ্নের যন্ত্রণা এবং দ্বন্দ্ব জর্জর ভালোবাসার দাহ। 'মানসী' কাব্যের বহু প্রেমের কবিতায় এই দ্বন্ধ এই সমাধানহীন প্রশ্ন, এই অস্থিরতা ধরা পড়েছে---

"দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে/ চেয়ে আছি দুটি আখি মাঝে,/ খুঁজিতেছি কোথা তুমি কোথা তুমি!/ যে অমৃত লুকানো তোমায়/সে কোথায়। "

এই যে অন্বেষণ, এই যে কোথায় এই আকুতি, এই যে চিরদিনের সমাধানহীন ব্যাকুলতা- এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে মৃদু নাটকীয়তা, প্রেমের প্রস্তাবনা রয়েছে অথচ প্রেম নেই, ভনিতা আছে অথচ সূচনা নেই, যে কষ্টের থেকে কবি লিখেছেন-- "মনে কি করেছো বঁধু/ও হাসি এতই মধু/প্রেম না দিলেও চলে/শুধু হাসি দিলে। "

প্রেমহীন, ভালোবাসাহীন এই ভনিতা, প্রেমের এই রিক্ততাও 'মানসী'র প্রেম কবিতার বিষয়বস্তু।

কবিরা একধরণের মানসলোকের বাসিন্দা হোন। তাঁদের কাছে বহির্বিশ্বের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্গত বা অন্তর্জীবন। সে জীবন কবিরই, যে জীবন কবির হৃদয়ের মাধুর্যের কল্পনার স্বপ্নে গঠিত। তাই বলেছেন ---

"এ চিরজীবন তাই আজ কোন কাজ নাই /রবি শুধু অসীমের সীমা/আশা দিয়ে বাসা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে /গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা। "

এই মানসী প্রতিমাখানি অনেকখানি কল্পনা দিয়ে নির্মিত। একথা আমাদের ভুললে চলবেনা যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সুগভীর ভাবে একজন রোমান্টিক কবি ব্যক্তিত্ব। তাঁর সেই রোমান্টিকতার ধর্মে তিনি কল্পনা নির্ভর। স্বপ্নসঞ্চারি বাস্তবের স্থূল জীবন থেকে সামান্য কিছুটা দূরে তাঁর রোমান্টিক ভূবনের বাস---

"নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে/ জগতের তরঙ্গ আঘাত /ধনীত হৃদয়ে তাই মুহূর্তে বিরাম নাই/নিদ্রাহীন সারা দিন রাত। '

এই যে নিদ্রাহীন, বিরামহীন চিত্ত আন্দোলন- এও রোমান্টিক প্রেম চেতনার একটি অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' কাব্য সম্বন্ধে বলেছেন যে -

"আমি ভালোবাসি অনেককে কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে, সে আর্টিস্টের হাতে রচিত, ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। "

এই অসম্পূর্ণ প্রতিমা, যা আর্টিস্টের হাতে রচিত, যাকে 'মানসী' কাব্যে খাড়া করেছেন, তারই পায়ের কাছে নিবেদন করেছেন। প্রেম কবিতাগুলির 'পুষ্পদল', 'ভুলে', 'ভুল ভাঙা', 'ক্ষণিকমিলন', 'বিরহানন্দ', 'নিষ্ফল কামনা', 'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা', 'বিচ্ছেদে শান্তি', 'অপেক্ষা' প্রভৃতি কবিতায় এই প্রেমার্তির পুষ্পাঞ্জলি নিবেদিত হয়েছে।

'মানসী' কাব্যগ্রন্থের আয়তন কিছুটা দীর্ঘ। তাঁর কবিতার সংখ্যাও অন্য কাব্যগ্রন্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি। বিষয়ের বৈচিত্রও এই কাব্যের প্রেম কবিতাগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এমনকিছু প্রেমকবিতা রয়েছে যেখানে বিরহের অশ্রুকাতর দির্ঘশ্বাস নয়, স্মৃতিকাতর মন কেমন করা নয়, আধখানা বাস্তব, আধখানা কল্পনার মিশ্রণ দেওয়া রোম্যান্টিক বৈশিষ্ট্য নয়; বিতর্কে, উক্তি, প্রত্যুক্তিতে প্রেমের নানান স্তর পরম্পরায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

নারীর উক্তি, পুরুষের উক্তি প্রভৃতি কবিতার উক্তি-প্রত্যুক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে 'মানসী'কাব্যের প্রেমচেতনার নতুন এক মাত্রা যোজিত হয়েছে। 'নারীর উক্তি' কবিতায় সেই প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে যার মধ্যে দুলে উঠেছে অভিমান, অনুক্ত, অশ্রুজল---

"কেন আনো বসন্ত নিশিথে/আঁখি ভরা আবেশ বিহ্বল/যদি বসন্তের শেষে শ্রান্ত মনে ম্লান হেসে/কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল। "

'মানসী'র প্রেম কবিতার ভিতরে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক কবিতাগুলি এক ধরণের নাট্যরসও সঞ্চার করে দিয়েছে। 'পুরুষের উক্তি' কবিতায় কবি বলেছেন---

"প্রাণ দিয়ে সেই দেবীপূজা/ চেওনা চেওনা তবে আর/ এস থাকি দুই জনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে/ দেবতার তরে থাক পুষ্পঅর্ঘ্য ভাগ। "

এই সমাপক, এই সহাবস্থান, দাম্পত্য প্রেমের এই নিস্তরঙ্গ শান্তিপূর্ণ চুক্তি এও প্রেম কবিতার আরেকটি রূপ ও দিক। 'মানসী' কাব্যের প্রেম কবিতাগুলি যে একমাত্রিক নয় তা যে বহুমাত্রিক - এইসব কবিতাই তার প্রমাণ।

প্রেম চেতনার সঙ্গে এসে মিলেছে সৌন্দর্য চেতনা ও ইতিহাস চেতনা। বস্তুত কোন সংবেদনশীল শিক্ষিত উন্নত সংস্কৃতির দেশের মানুষ শুধুমাত্র তার বর্তমান নিয়েই বাচে না, তার চেতনা, এমন কি প্রেম চেতনাতেও ইতিহাসবোধ ও পরম্পরা কাজ করে যায়। কবি যথার্থই বলেন---

"যত শুনি সেই অতীত কাহিনী/প্রাচীন প্রেমের ব্যাথা/ অতি পুরাতন বিরহ মিলন কথা/ অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে/ দেখা দেয় অবশেষে/ কালের তিমির রজনী ভেদিয়া/ তোমারই মূরতি এসে/ চির স্মৃতিময়ী ধ্রুব তারকার বেশে। "

এই যে চির পুরাতন বিরহ মিলন কথা, এই যে অতীত কাহিনি এও 'মানসী'র প্রেম কবিতার আরও একটি দিক। তাই বর্ষা মেঘলা দিনে কবির মনে পড়ে-'সে দিন যে উজ্জয়িনী প্রাসাদ শিখরে/কিনা জানি ঘনঘটা বিদ্যুৎ উৎসব/উদ্দাম ভাবনা বয়ে গুরুগুরু রব। /ঘনায়ে তুলিয়াছিল মেঘ সন্দর্শে। / অন্তর্গুঢ় বাস্পাকুল বিচ্ছেদ ক্রন্দন। 'প্রেমবোধ,প্রেমচেতনা তাঁকে অতীত কালের উজ্জয়িনীর দিকে নিয়ে গেছে।

'মানসী' কাব্যের প্রেম কবিতাগুলির আরও একটি দিক হল, আগ্রাসী প্রেমের থেকে, ইন্দ্রীয়জ প্রেমের আসক্তি থেকে প্রেম চেতনাকে মুক্ত করার প্রয়াস। এর মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে প্রেম সম্পর্কে বাস্তব সচেতন একটি কল্যাণকামী চিন্তা। কোথাও বলেছেন-'ভালোবাসো প্রেমে হও বলি/চেওনা তাহারে'আবার কোথাও বলেছেন-

"নিবাও বাসনা বহ্নি নয়নের নীরে। 'কোথাও বা আগ্রাসী পথ রোধকারী প্রেমের উদ্দেশ্যে বলেছেন-'সমগ্র মানব তুই পেতে চাস একি দুঃসাহস। "

এই ধরণের প্রেম কবিতাগুলিতে জীবন বাস্তববোধের সঙ্গে প্রেমার্তির একটি বোঝাপড়া হয়েছে। তাই কবি প্রশ্ন করেছেন-

"নিঃস্ব জগতের তরে বিশ্বপতি তরে/ শতদল উঠিয়াছে ফুটি। / সুতীব্র বাসনা ছুরি দিয়ে/তুমি তাহা চাও ছিনে নিতে। "

এই বাসনা ছুরি, এই কামনাগ্নি, এই সর্বগ্রাসী প্রেমের ধ্বংসকারী রূপকে কবি রূপায়ত করেছেন সংবেদনশীলতার মধ্যে।

তাই স্মৃতিভারাতুর কবিতায় দীর্ঘশ্বাসে মানসলোকবাসিনী কবিতার মধ্যে পুষ্পাঞ্জলিতে উক্তি-প্রত্যুক্তিময় প্রেম কবিতায়, নাটকীয়তার, ক্ষোভে, অভিযোগে, আকাঙক্ষায়, আর্তিতে, বাস্তব সংগত বিবেচনা বোধে ইন্দ্রিয়জ প্রেমের সীমাবদ্ধতার প্রকাশ। চেতনা ও পরম্পরা বিকাশের বোধে মানসীর প্রেম কবিতাগুলির ক্যানভাস অনেক বড়। রঙ বিচিত্রতর, তুলি নানা রঙে ক্রিয়াশীল। একটি বহুবর্ণময় বহুমাত্রিক, বহুস্তর বিশিষ্ট প্রেমকবিতার ভাণ্ডার 'মানসী' কাব্যে উপস্থিত। কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসু 'মানসী'-কে সমস্ত রবীন্দ্র কাব্য সাধনায় অণুবিশ্ব বলে অভিহিত করেছেন। 'মানসী' কাব্য রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা পর্বের শেষ কাব্য। যেখানে স্বরূপ শেষে কাব্যের সিংহাসনটিতে দূর লোকবাসী প্রেমের অধিষ্ঠাত্রি দেবী স্থান করে নিয়েছেন।

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জি:

১. রবিরশ্মি (১ম খন্ড), চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১২, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।
২. রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ (১ম খন্ড, ২য় সংস্করণ), শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, মিত্রালয়, কলকাতা।
৩. সাহিত্য ও সংস্কৃতি, রবীন্দ্রসংখ্যা, সম্পাদনা: সঞ্জীব কুমার বসু, অক্টোবর-ডিসেম্বর, জানুয়ারি-মার্চ যুগ্ম সংখ্যা, কলকাতা-৬, ২০০০।
৪. রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ: পালা বদলের কাব্য, তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থ বিকাশ, কলকাতা-৯, এপ্রিল ২০০৭।